মেহেরপুরে সেবিকা হত্যা মামলায় দুই জনের ফাঁসির আদেশ

মেহেরপুরে সেবিকা নার্গিছ খাতুন হত্যা শেষে লাশ গুমের মামলায় দুই জনের ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ রবিবার দুপুর ১২ টায় মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির আরো কয়েকটি ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আসামিদের একাধিক সাজা দেওয়া হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে সকল অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় তাদের প্রত্যেককে দন্ডবিধির ৩৬৪ ধারায় ১০ বছর করে সশ্রম কারাদন্ড এবং সেই সাথে ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) করে অর্থদত্ত অনাসায়ে আরো ০৬ (ছয়) মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড, দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মৃত্যু দন্ড এবং সেই সাথে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা) করে অর্থদন্ড, দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারার ২ (দুই) বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড, দণ্ডবিধির ২০১ ধারায় ৩ (তিন) বছর করে সশ্রম কারাদন্ড এবং সেই সাথে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) করে অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ০৩ (তিন) মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে আদালত।

দণ্ডিতরা হলেন- গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের ফোরকান আলীর ছেলে বাশারুল ইসলাম ও জামির হোসেনের ছেলে ফজর আলী। মামলার অপর আসামি ইয়াকুব হোসেন মৃত্যুবরণ করায় তাকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। দণ্ডিত দুইজনই পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের মৃত আব্দুল লতিফের স্ত্রী নারগিছ খাতুন বামন্দি মাহী ক্লিনিকের সেবিকা হিসেবে চাকরি করতেন। ২০১৮ সালের ৫ আগষ্ট তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বামন্দির আল ফালাহ ক্লিনিকে যোগদান করেন। ওই দিন তিনি বাড়িতে ফিরতে দেরি করায় তার মেয়ে তসলিমা খাতুনকে জানান, বামন্দির কবরি ক্লিনিকের সামনে আছেন বাড়ি আসতে দেরি হবে। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ থাকায় তার মেয়ে তসলিমা খাতুন গাংনী থানায় একটি জিডি করেন। এর পর থেকে নারগিছ খাতুন নিখোঁজ থাকেন। পরবর্তিতে ১৮ সেপ্টেম্বর অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামী কেও তসলিামা খাতুন একটি অপহরণ মামলা করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই বিশ্বজিৎ কুমার

তদন্তকালে সাহেবনগর গ্রামের বাশারুল ও ফজর আলীকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের দেওয়া তথ্য মতে ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারি বাশারুলের বাড়ির সেফটি ট্যাংক থেকে নারগিছের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে দণ্ডবিধির ৩০২/৩৬৪/৩৭৯/২০১ ধারায় বাশারুল ইসলাম, ফজর আলী ও ইয়াকুব হোসেনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক এবং আসামী পক্ষে কামরুল হাসান ও আতাউর রহমান আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মামলায় রায়ে সন্তোস প্রকাশ করে নার্গিছ খাতুনের মেয়ে তসলিমা খাতুন বলেন, আসামীদের দ্রুত গ্রেফতার করে শাস্তি কার্যকর করা হোক।

মেহেরপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর মশারি বিতরণ

মেহেরপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশারি বিতরণ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। রবিবার দুপুরে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তে ১ হাজার জনের মাঝে মশারি বিতরণ করা হয়।

এসময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুধূ বাংলাদেশেই নয়, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। এ বছর বৃষ্টি শুরু হয়েছে দেরিতে। যে কারণে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। মশার কামড় থেকে ডেঙ্গু রোগ হয়। তাই মশার কামড় থেকে যাতে আমরা বাঁচতে পারি সেজন্য মশারি ব্যবহার করতে হবে। আজ অসহায় এক হাজার মানুষের মাঝে এ মশারি বিতরণ করা হচ্ছে। আপনার সকলেই অলসতা না করে মশারি ব্যবহার করবেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় মশারি বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, জেলা ইয়ং বাংলার সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলী, সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি লুৎফুন্নেছা লতা ও সাধারণ সম্পাদিকা রোজিনা খাতুন, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইম বাইজিদ, সদর উপজেলা ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডারশিপের সভাপতি সানোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডারশিপের সভাপতি মতিউর রহমান মতিন, সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান লাল্টু।

ফেঁসে যাচ্ছেন শীর্ষ এজেন্ট জামান-নুরুলসহ অনেকে

শামিম রেজা ওরফে শেখ বিজয়কে আটকের পর নতুন করে আবারও আলোচনায় অনলাইন জুয়া। শেখ বিজয়ের দেওয়া স্বীকারোক্তিতে আবার ফেঁসে যাচ্ছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা জামান মাষ্টার, নরুল মাস্টারসহ ৬ শীর্ষ এজেন্ট। শেখ বিজয়ের আটকের পর পুলিশের এজাহার থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। গত ১১ আগষ্ট মুজিবনগর থানায় এস আই খালিদুর আশিক বাদি হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৩০(২)/৩৫ ধারায় শেখ বিজয়সহ অজ্ঞাত ৬/৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। যার নম্বর-১০।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, মোবাইল ব্যাংকিং সেবার কতিপয় অসাধু সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভের জোগসাজোশে অনলাইন জুয়া ওয়ান এক্স বেট, গেস মেলবেট সাব- এজেন্টরা ভূয়া তথ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে ব্যবসায়ীক এজেন্ট সিম নিবন্ধন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই-ট্রান্সজেকশন করছে।

মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামীম রেজা ওরফে শেখ বিজয় তার তিনতলা বিল্ডিংয়ের উপরে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধভাবে সংগৃহিত বিকাশ এজেন্ট নাম্বার ০১৪০৩-৪১৮৯৬২ এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা অবৈধ ই-ট্রান্সজেকশন করছে এমন খবরের ভিত্তিতে

পুলিশ সেখানে অভিযান পরিচালনা করে। সেখানে থেকে তিনটি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, অনলাইন জুয়ার এজেন্ট সীম উদ্ধারসহ শেখ বিজয়কে আটক করা হয়। পরে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে শেখ বিজয় জানায়, সে একজন অনলাইন জুয়ার এজেন্ট। বিগত ২/৩ বছর যাবৎ সে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করিতেছে।

তার সহযোগী অনলাইন জুয়ার ব্যবসায়ীক পার্টনার হিসেবে রশিকপুর গ্রামের মোঃ তরিকুল ইসলাম (২৭) তার স্টেনলি মেইন বিকাশ নামের চ্যানেলটি বিগত ১ বছর আগে কোমরপুর গ্রামের জামান মাস্টার এর নিকট থেকে ৫৭ লাখ টাকায় ক্রয় করে।

শেখ বিজয়ের নিকট থেকে জব্দকৃত ফোনে ব্যবহৃত টেলিগ্রাম, স্কাইপি, ই-মেইল এবং ফোনের গ্যালারি পর্যালোচনা করে আসামীর অনলাইন জুয়ার চ্যানেলে বিভিন্ন সময়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয়ের তথ্য পাওয়া যায় এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি পরবর্তীতে ইউএসডিটি’র রুপান্তরের তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া আসামীর নিকট থেকে জব্দকৃত ভিভো ভি২৭ই মডেলের মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত রেড্ডি এ্যান্সে এবং ক্রোম ব্রাউজারের তথ্য পর্যালোচনা কেও ওয়ান এক্স বেট, গেস মেইল বেট এর অর্থ পরিচালনাকারী ওয়েবসাইট এ প্রবেশের তথ্য পাওয়া যায় এবং মেলবেট এ ইউএস ডলার জমাদানের তথ্য পাওয়া যায়।

এজাহােও আলো উল্লেখ আছে, আসামী শখ বিজয় কে আরও জিজ্ঞাসাবাদে সে পুলিশকে জানায় যে, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের জামান মাস্টার, গোপালপুর গ্রামের নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, কোমরপুরের মিঠু, সাহেবপুরের আরিফ, কোমরপুরের মুকুল, শিবপুরের লিপু গাজীসহ অনেকে অনলাইন জুয়া ওয়ান এক্স বেট গেস মেলবেটসহ রাশিয়া ভিত্তিক বিভিন্ন জুয়ার সাইটের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে।

ফিরে দেখা

গত বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিনে “ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার” শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিলো। ওই প্রতিবেদনের পরে জামান, নুরুল, মুকুল বিভিন্ন মাধ্যমকে ম্যানেজ করে চলছিলো। পাঠকদের জন্য ওই প্রতিবেদনটি আবারো প্রকাশ করা হলো।

অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযান শুরু হওয়ার পর

মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে যোগাযোগ করেন ক্ষতিগ্রস্থ এক অনলাইন জুয়ার এজেন্ট। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া ভিডিও সাক্ষাৎকারে দুর্লভ কিছু স্বীকারোক্তি দেন। স্বীকারোক্তিতে যাদের নাম জানান, তাদের নাম এখনো পর্যন্ত কোন সংবাদে কিংবা পুলিশের তালিকায় উঠে আসেনি। ওইসকল নামগুলো যাচাই বাছাইয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান চলছে। অনলাইন জুয়ার এ সকল মাস্টারমাইণ্ডরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে দেদারছে বুকফুলিয়ে জুয়া চালিয়ে যাচ্ছেন।

তার স্বীকারোক্তী থেকে জানা গেছে, ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে অনলাইন জুয়ার দূর্গ। তারাও হয়েছেন কোটিপতি। এদের রয়েছে প্রায় দু’ডজন এজেন্ট। যারা এই চারজনের চ্যানেল নিয়ে নিয়মিত অবৈধ ট্র্যানজেকশন করে চলেছেন।

চার হোতাদের মধ্যে নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার ও নুরুল ইসলাম মাস্টার দুজনই মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু কলেজটি এখনো এমপিও ভুক্ত হয়নি। তারা দুজনই মুকুল ইসলামের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। অপরদিকে, মাদার মাস্টার নিজেই এ অনলাইন জুয়ার হোতা হয়ে উঠেছেন।

নুরুজ্জামান মাস্টার ঢাকার একটি গার্মেন্টেসে চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে তিনি নিজ গ্রামে চলে আসেন। কলেজ শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি নবাব ও মুকুলের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। এর পর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কোমরপুর বাজারে ডাচ বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট নিয়ে ব্যাংকিং ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। মূলত অনলাইনের লেনদেনগুলো যেন তার ব্যাংকে থেকেই করতে পারেন। পাশাপাশি কেউ যেন সন্দেহ করতেও না পারেন তাকে। কোথায় থেকে এত টাকা মালিক হচ্ছেন। বছর তিনেক আগে মাটির ঘরে বসবাস করলেও বর্তমানে আলিশান বাড়ি তৈরি করেছেন। ব্যবহার করেন দামি মোটরসাইকেলও। কয়েক মাস আগে তাকে পুলিশ তুলে নিয়ে এসেছিলো। অজানা কারণে তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। তবে মাস খানেক আগে তার ব্যাংকে গিয়ে তার সাথে কথা বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের একটি টিম। তিনি বলেন, জুয়া কি জিনিস আমি জানি না। কিভাবে বা কারা এসব খেলে তাও জানিনা। কিন্তু বিভিন্ন জন এই ব্যাংক দেওয়ার পর থেকে আমাকে জুয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলে। এর আগে পুলিশও আমাকে সন্দেহ করে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো বলে তিনি স্বীকারও করেন।

নুরুল ইসলাম মাস্টার গরিব ঘরের সন্তান। তিনি মুজিবনগর আদর্শ কলেজের শিক্ষক। তিনিও জড়িয়ে পড়েন অনলাইন জুয়ায়। শুরু করেন লাইনবেট অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে। পরবর্তিতে তিনি কেদারগঞ্জ বাজারে সিটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। তার পাশে মার্কেন্টাইল ব্যাংক নামের আরেকটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। পরবর্তিতে আরো একটি ব্যাংকের এজেন্ট নেন। তিনি স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, কয়েকমাস আগে তিনি একই দাগে প্রায় কয়েক বিঘা জমি কিনেছেন প্রায় কোটি টাকা দিয়ে। দুই তলা বিশিষ্ট বাড়িও করেছের নিজ গ্রামে। আর এ সবকিছুর উৎস অনলাইন জুয়া।

মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার। তিনি কোমরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। অথচ কোটি টাকা খরচ করে ২তলা বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি লাইনবেট সাইটের এজেন্ট তিনি। তিনি নিজেও এই লেনদেনের সাথে জড়িত এবং তার ছেলে অনিক ঢাকা থেকে তার এসকল লেনদেন করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ছেলে অনিক ঢাকার বাসা ভাড়া থেকে পুলিশের হাতে আটক হয়েছিলো।

এই তিনজনই স্থানীয় প্রভাবশালী এক নেতার সানিধ্য থেকে নিজেদের বড় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দাবী করেন। এমনকি সুযোগ পেলেই জনপ্রতিনিধিদের সাথে ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিয়ে নিজেদের জানান দেন। অভিযোগ রয়েছে তাদের নাম যেন কোন সংবাদে না আসে কয়েকজনকে সাংবাদিককেও মাসোহারা দিয়ে থাকেন।

স্থানীয় কয়েকজন জানান, জামান মাস্টার ও নুরুল মাস্টারের অর্থনৈতিক অবস্থা হঠাৎ করে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছের মত হয়ে যাওয়ার মত হয়েছে। এবং মাদার মাস্টারের অবস্থাও খুব বেশি ভালো ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে এই তিনজনের আলাদিনের চেরাগ পাওয়ার মত অবস্থা হয়ে গিয়েছে।

অপরজন, মুকুল ইসলাম। তিনি অনলাইন জুয়ার মূল হোতা। তিনি কোমরপুর গ্রামের ইজারুল ইসলামের ছেলে। তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি ইনকামের নেশায় মাহফুজুর রহমান নবাবের সাথে অনলাইন জুয়া খেলায় জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তিতে তার মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট চ্যানেল দিয়ে পুরো এলাকা অনলাইন জুয়ায় ছাপিয়ে দেন। বিভিন্ন জনের কাছে থেকে বিভিন্ন অংকের টাকা নিয়ে তিনি লাইনবেটের এজেন্ট বিক্রি করেন। এবং একই সঙ্গে নিজেও জুয়া খেলেন। অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন জনের কাছে থেকে

তিনি চ্যানেল বিক্রির নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন কিন্তু অনেককেই চ্যানেল দিতে পারেননি। তিনি নিজেও জুয়া খেলে চ্যানেল বিক্রির টাকা নস্ট করে সর্বশান্ত হয়েছেন। অন্যান্যরা কোটিপতি হলেও তিনি জুয়ায় হেরে ধীরে ধীরে নি:স্ব হচ্ছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে।

মেহেরপুরের বারাদী সবজী হাটে বৃষ্টি হলেই হাটু পানি

মেহেরপুরের বারাদী সবজী হাটে বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে ক্রেতা-বিক্রেতাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। হাটে পানি নিষ্কাষনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকলেও পানি সরবরাহের ড্রেনের মুখটি বন্ধ থাকায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, মাস খানিক আগে থেকে বিএডিসি বারাদী খামারে চার হাজার মেট্রিক টন একটি সার গুদামের নিমার্ণ কাজ চলছে। এই গুদামের কাজ চলার কারনে যে ড্রেনটি আছে তার পানি নিষ্কাশনের মুখ আটকে যাওয়ায় এ জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

আজ শনিবার ছিল বারাদী হাট। এদিন দুপুরে বৃষ্টির ফলে বাজারের অলিগলিসহ কয়েকটি প্রবেশ রাস্তা পানিতে ডুবে যায়। ফলে হাটে বেচাকেনা করতে আসা হাজারো মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

জনগুরুত্বপূর্ণ এই বাজারটিতে এ রকম জলাবদ্ধতার কারণে মানুষের বাজার করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেওয়া হলে বাজারে আগত ক্রেতা ও বিক্রেতাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

আজ দুপুর ৩ টার দিকে সামান্য সময়ের বৃষ্টিতে হাঁটু সমান জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। পানির মধ্যে কষ্ট করেই প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সারতে হয় ক্রেতাদের। অত্র অঞ্চলের অন্যতম বৃহত্তম বারাদী হাট বর্তমানে একটু বৃষ্টিতেই মাছ,মাংস, সবজি হাটসহ বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে।

হাটের কাঁচামাল ব্যবসায়ী খেদের আলী বলেন, সামান্য বৃষ্টিতে তলিয়ে যায় এই গলির পথ। ফলে এদিকে ক্রেতা ঠিকমত না আসায় কেনাবেচা কম হচ্ছে। কাঁচামাল বিক্রি করতে না পারলে পঁচে গেলে লস গুনতে হবে।

হাটে ঘুরে দেখা গেছে,মাছবাজার, আশপাশের নানা জায়গায় এক ঘন্টার বৃষ্টিতেই হাঁটু পানি জমে যায়।

একজন সবজি ব্যবসায়ী জানায়, এই আয় দিয়েই চলে আমার সংসার। কিন্তু আজ শনিবার প্রবেশ রাস্তায় হাঁটু পানি থাকায় কোনো ক্রেতাই আসেনি। আমরা নিয়মিত খাজনা দিই, তারপরেও কেন এমন ভোগান্তি। বারাদী হাটের ইজারাদার রফিকুল মিয়া ও বারাদী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মোমিন, জানায় দ্রুত সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। আগামী বুধবার হাটের আগেই এই পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা মান্নানের গণসংযোগ

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে সরকারের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে গণসংযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশী জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান।

শনিবার উপজেলার দারিয়াপুর, আনন্দবাস, বাগোয়ান, রতনপুর,সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের ভবানন্দপুর, আরশাফপুর গ্রামে গণসংযোগ করেন তিনি।

এসময় তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা ও শেখ হাসিনার উন্নয়ন প্রচার ও নৌকা মার্কার ভোট প্রাথনা করেন। গণসংযোগকালে তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজ বাবুল।

মেহেরপুুরের নতুনপাড়ায় রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে মেয়র

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড নতুন পাড়ার দীর্ঘদিনের অবহেলিত রাস্তা ও ড্রেনের চলমান উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেছেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

নতুন পাড়া মসজিদের পাশ দিয়ে ও মহিলা কাউন্সিলর শারমিন পারভীনের বাড়ির সামনে দিয়ে আধুনিক মডেলের রাস্তা-ড্রেন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

শনিবার (১২ আগষ্ট) দুপুরের দিকে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এ কাজ পরিদর্শন করেন।

এসময় পৌরসভার প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কামাল, চার,পাঁচ,ছয় নং ওয়ার্ডের মহিলা কাউন্সিলর শারমিন পারভিন, মোঃ শাহজাহানসহ এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বজ্রপাতে কৃষক নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রুয়েরকান্দি গ্রামে বজ্রপাতে জাব্বারুল ইসলাম (৪০) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।

নিহত জাব্বারুল ইসলাম গাংনী উপজেলার রুয়েরকান্দি গ্রামের আব্দাল হকের ছেলে।

আজ শনিবার (১২ আগষ্ট) বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে বাথানপাড়া মাঠে বজ্রপাতের এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, কৃষক জাব্বারুল ইসলাম বাথানপাড়া মাঠে ধান লাগিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সাথে হঠাৎ বজ্রপাত ঘটলে সে আহত হয়। আহতাবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক আশিকুজ্জামান জানান, হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সাংবাদিকতায় আন্ত:প্রাণ মফিজুল; তথ্যের সন্ধানে ছুটে চলেছেন দেশ থেকে বিদেশে

১৯৮৯ সালের ১ জুলাই মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামে মফিজুল সাদিকের জন্ম। ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞানে স্নাতক পড়ার সময় অনলাইন নিউজ পোর্টাল শীর্ষনিউজডটকমে নিজস্ব প্রতিবেদক হিসেবে যোগ দেন।

২০১২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নিজস্ব প্রতিবেদক হিসেবে যোগ দেন নিউজ পোর্টাল বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কমে। সেখানে ২০১৬ সালে জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসেবে পদোন্নতি পান। সাংবাদিকতার শুরু থেকেই অর্থনীতি বিটে কাজ করছেন। প্রতিবেদন করছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-সহ আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে ভ্রমণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র,যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত, নেপালসহ বিভিন্ন দেশে। ২০২১ সালের অক্টোবরে জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসেবে যোগ দিয়েছেন জাগোনিউজ২৪.কমে।

পরিবারের সবাই কৃষিকাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ব্যতিক্রম মো.

মফিজুল ইসলাম, সাংবাদিক সমাজে মফিজুল সাদিক নামে পরিচিত। গ্রাম থেকে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান শহরে। ছোট বেলা থেকেই লেখালেখি হাতে খড়ি ছিল। তিনি বেছে নিলেন সাংবাদিকতা পেশা। বাবা- মা, ভাই-বোন সবাই তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন সাংবাদিকতা পেশার ভবিষ্যৎ নেই, সরকারি চাকরি কর্◌ো। কিন্তু তিনি মনের গভীরে লুকিয়ে ছিলো সাংবাদিকতা পেশার প্রতি অগাধ ভালোবাসা। সে কারণে তিনি বেছে নিলেন সাংবাদিকতা পেশা।

ঢাকা কলেজে ভুলোগ ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স করা অবস্থায় সাংবাদিকতার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন মফিজুল সাদিক। এর পরে প্রথমে শীর্ষ নিউজ অনলাইন নিউজপোর্টালে চাকরি জীবন শুরু করেন ২০০৯ সালের শেষার্ধে। সেখানে গিয়ে পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েকটি অনলাইন নিউজ পোর্টালে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেন তিনি। এরপর যোগ দেন বাংলানিউজ২৪.কমে। অর্থনৈতিক বিটে কাজ করার দায়িত্ব পান। সেখানে তিনি একের পর এক আলোচিত রিপোর্ট করে আলোচনায় আসেন। বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিটের সিনিয়র রিপোর্টারদের দৃষ্টিতে আসেন মফিজুল সাদিক। দেশের আর্থিক খাতের অনিয়ম দুর্নীতি নিয়ে প্রকাশিত শাহিন হাওলাদারের অনুসন্ধানী প্রতিবেনগুলো সর্বমহলে প্রশংশিত হয়। অর্থমন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনসহ অর্থনৈতিক সেক্টরের এসব নিউজ মফিজুল সাদিককে ব্যাপক পরিচিত করে তোলে।

এরই মধ্যে বাংলাদেশের পেশাদার সাংবাদিকদের অনন্য সংগঠন ‘ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট‘র সদস্য পদ অর্জন করেন তিনি। সর্বশেষ তিনি ভালো বেতন-ভাতা ও সুযোগ সুবিধার অফার পেয়ে জাগোনিউজ২৪.কমে যোগ দেন তিনি। পেশাদার অনলাইন গণমাধ্যম হিসেবে জাগোনিউজ প্রথম সারিতে। এই পোর্টালেও বেশ কিছু আলোচিত রিপোর্ট করেন তিনি। সংবাদ অনুসন্ধানের জন্য কখনও পল্লী গ্রাম থেকে শুরু করে ছুটে গেছেন মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশে। আমেরিকার ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের সম্মেলনের নিউজ কভার করার দায়িত্বও পান তিনি।

একান্ত আলাপাচারিতায় সাংবাদিক মফিজুল সাদিক বলেন, সাংবাদিকতায় আমার ধ্যান ও জ্ঞন। যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত কপ২৬ সম্মেলন থেকে শুরু করে, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপের বার্ষিক সভার নিউজ কাভার করেছি। এছাড়া এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বার্ষিক সভাও কাভার করেছি। তথ্যের জন্য কখনও গ্রাম থেকে ছুটে গেছি সভা ও সমাবেশে।

শিক্ষাজীবন

সাংবাদিক মফিজুল সাদিক ২০০৪ সালে মেহেরপুর জেলার গাংণী উপজেলার ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও ২০০৬ সালে বিএন কলেজ থেকে এইচএসসি উত্তীর্ণ হন। এরপর ঢাকা কলেজ থেকে ভুগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞানে অনার্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে একই বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।
কৃতজ্ঞতা
সাংবাদিক মফিজুল সাদিক তাঁর কর্মজীবনের এই সাফল্যের জন্য মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

মেহেরপুরে সিপিবি’র কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ‘উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ মেহেরপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে পার্টির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সিপিবি জেলা শাখার সভাপতি কমরেড জালাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি কমরেড আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন।

সিপিবির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শহিদুল ইসলাম কাননের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, অ্যাডঃ মিজানুর রহমান, সিদ্দিকুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, মনিরুল ইসলাম, মহাম্মদ আলী, রফিকুল ইসলাম পথিক প্রমুখ।

সভায় বক্তারা নির্দলীয় নিরেপক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং ভোট ও ভাতের অধিকারের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম কর্মসূচি চালানোর অঙ্গিকার করেন। সেই সাথে জণগণকে সাথে নিয়ে বিকল্প বাম শক্তি গড়ে তুলে আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদার করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।

গাংনীতে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের পরিচিত সভা

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ গাংনী পৌর ও উপজেলা কমিটির পরিচিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১২ আগষ্ট) সকাল ১০ টার দিকে গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের হলরুমে এই পরিচিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের মেহেরপুর জেলা কমিটির সহ সভাপতি মোঃ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিচিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম ও প্রধান আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সাইদুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষনা পরিষদের গাংনী উপজেলা শাখার হাজী শফি কামাল পলাশ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সহ সভাপতি শহিদুল ইসলাম শাহ, জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক মোখলেছুর রহমান খোকন, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি পাঠাগারের সভাপতি ইয়াসিন রেজা, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক জাকিয়া আল্পনা, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এমএ লিংকন প্রমুখ।
পরিচিতি সভায় উপজেলা ও পৌর কমিটির সদস্য গণ উপস্থিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে গাংনী উপজেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ, গাংনী পৌর কমিটির সভাপতি একরামুল হক ও সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেল সহ কমিটির সকল সদস্যদের পরিচিতি করা হয়।